অপ্রধান ঔপন্যাসিক (বঙ্কিম সমকালে)

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১)

ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস লিখে সেযুগে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (১ম খণ্ড - ১৮৬৯) (২য় খণ্ড - ১৮৮৪) দুখণ্ডের উপন্যাস। মোগলদের কাছে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পরাজয় লেখক ইতিহাস অনুসরণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। এর কাহিনি ও পরিসর যত দীর্ঘ যে ঘটনার কালক্রম অনেকাংশে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ ও রচনা প্রণালী দ্বারা ~~কিছু~~ অনেকাংশে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। ইতিহাসকে তিনি সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার মতো কল্পনা প্রতিভা তাঁর ছিল না। ফলে উপন্যাসটি তেমন সার্থক লেখক ইতিহাসের অনুবর্তী হয়েও সেকারণেই হতে পারেনি।

—

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)

শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের নেতা এবং বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক। বাংলা দেশের এমন কোনো প্রগতিশীল আন্দোলন নেই যার সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্যোগের যোগ ছিল না। তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' প্রভৃতি গ্রন্থ তৎকালীন সমাজের দলিল হিসেবে উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর উপন্যাসগুলি হল, 'মেজবৌ' (১৮৮০), 'যুগান্তর' (১৮৯৫) 'নয়নতারা' (১৮৯৯) 'বিধবার ছেলে' (১৯১৬)। 'বিধবার ছেলে' উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণে আরও কয়েকটি সুরচিত অধ্যায় যোগ করে তাঁর পুত্র প্রিয়নাথ শাস্ত্রী 'উমাকান্ত' (১৯২২) নামে প্রকাশ করেন।

উপন্যাসগুলির একদিকে আছে নীতিপ্রচারের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে আছে স্ত্রী শিক্ষা, নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা, নারী-স্বাতন্ত্র্য, বিধবাবিবাহের ইঙ্গিত, চরিত্রের সঙ্গে আভিজাত্যের দ্বন্দ্ব। তবে প্লট ও চরিত্রচিত্রণে শিল্পের নিয়ম, নীতি প্রচারের উদ্দেশ্য অনেকসময়ই উপন্যাসের রস আস্বাদনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে নারী-জীবনকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টা তাঁর উপন্যাসেই দেখা যায়।

Scanned with CamScanner

দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩ - ১৯০৭)

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দামোদর মুখোপাধ্যায় উপন্যাস লেখেন। তাঁর উপন্যাসগুলি হল 'বিমলা' (১৮৭৭) 'দুই ভগিনী' (১৮৮৬), 'কমলকুমারী' (১৮৮৩), 'প্রতাপসিংহ' (১৮৮৪), 'মৃন্ময়ী' (১৮৭৪) ইত্যাদি। সুকুমার সেন তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন, "খুন, জখম, পারিবারিক অত্যাচার, ইত্যাদি রোমাঞ্চকর ঘটনা দামোদরের উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্ব," তেমন চরিত্র বর্ণনায় খুব একটা কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। এমনকি কোন সময়েও বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক দামোদর মুখোপাধ্যায় খ্যাতি লাভ করতে পারেননি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩ - ১৯৩১)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'কাঞ্চনমালা' (১৯১৬) এবং 'বেনের মেয়ে' (১৯২০) নামে দুটি ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস লিখে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। 'কাঞ্চনমালা' প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' এবং 'বেনের মেয়ে' 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে দশম-একাদশ শতকের হুগলি জেলার সপ্তগ্রামের শ্রী বণিক জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই সময়ের বাংলার সমাজনীতি ও ধর্মনীতির পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসটি সেকালে জনপ্রিয় হয়েছিল। সেযুগে বঙ্কিম-প্রভাবিত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি একজন হিসেবে স্বীকৃত।

Scanned with CamScanner

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০ - ১৯০৮)

বঙ্কিমচন্দ্রের আর এক অনুগামী ঔপন্যাসিক হলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। তাঁর উপন্যাসগুলি হল 'শক্তিকানন' (১৮৮৭), 'ফুলজানি' (১৮৯৪), 'কৃতজ্ঞতা' (১৮৯৬), 'বিশ্বনাথ' (১৮৯৬)। 'ফুলজানি' উপন্যাসটিতে সমাজ-বাস্তবতার চিত্র উপস্থাপিত হওয়ায় সেকালে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে লিখেছেন, "পরিচিত অবস্থা, সৌন্দর্যের সহিত সুকুমারভাবে মিশ্রিত করিয়া সর্বত্র করাইয়া দেওয়া অসামান্য প্রতিভার কাজ, বাংলার লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশ বাবুর সেই ক্ষমতাটি আছে।" তবে বঙ্কিম-প্রভাবিত এই সকল ঔপন্যাসিকদের কিছু কিছু প্রতিভা থাকলেও বঙ্কিমের বিশাল প্রতিভার অনুবলে তাঁরা ম্লান হয়ে গেছেন।

এইরকম প্রশ্ন আসতে পারে —

১। বঙ্কিম-প্রভাবিত দুজন প্রবীণ ঔপন্যাসিকের পরিচয় দাও? 5 + 5 = 10

২। বঙ্কিম-প্রভাবিত দুজন অনুগামী ঔপন্যাসিকের পরিচয় দাও? 5 + 5 = 10

* ১-নং প্রশ্নের জন্য প্রত্যেক ঔপন্যাসিকের নাম দুটি করে উপন্যাস ও প্রকাশকাল মুখস্থ রাখবে।

Scanned with CamScanner